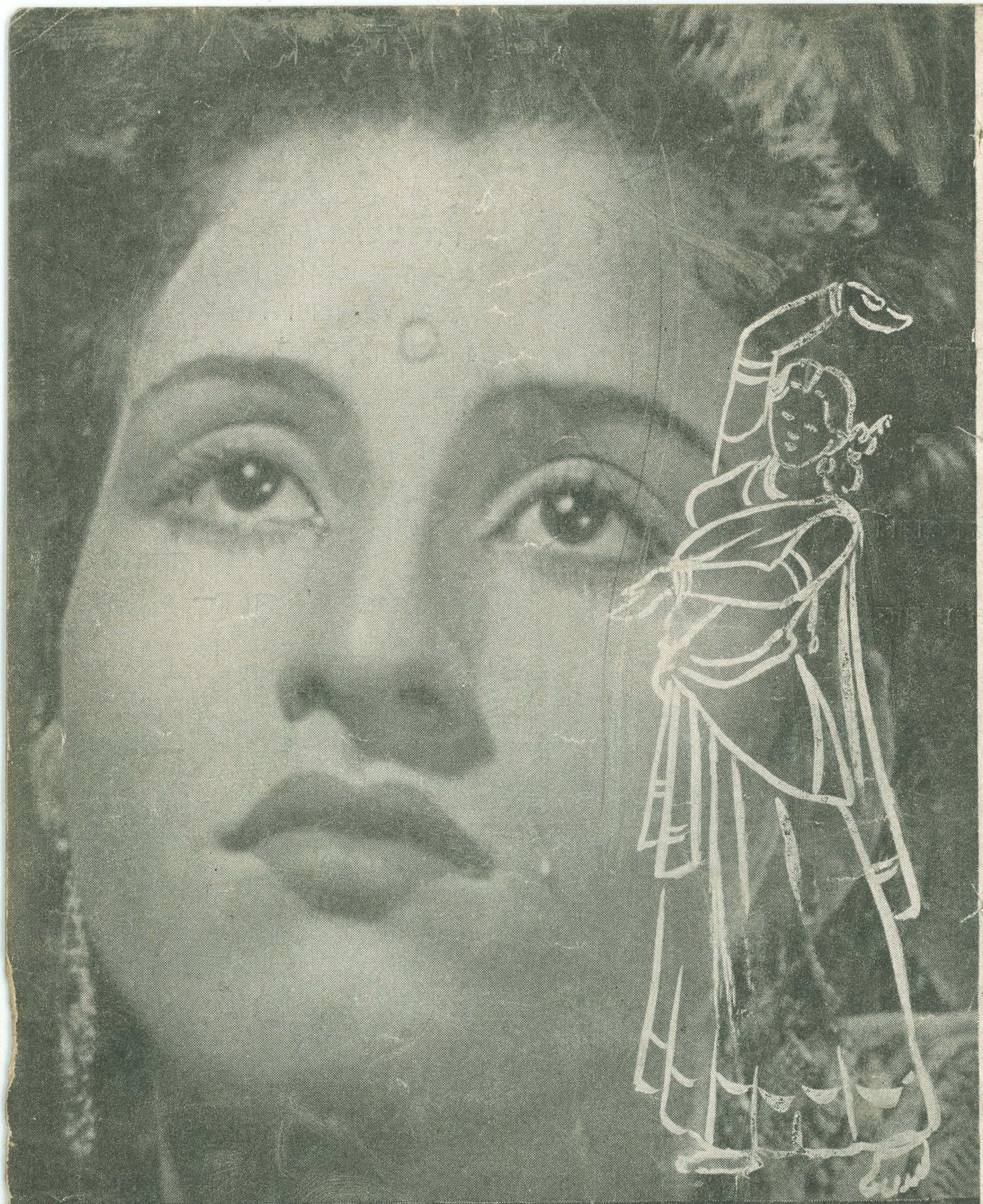

কল্পরূপায়ণী লিমিটেডের

ভুলের বালুচরে

বিচক্ষণ ঃ দার্শনিকের উদাসীন মন—সংসার-যাত্রার পথে অচল। তবু সে চায়, নিজেকে বিস্মৃত হ'য়ে—প্রিয়জনের সুখ ও শান্তির সহায়ক হ'তে। কিন্তু তাকি পারে? তার ভুল যে কোথায় —তাও ধরা পড়ে তখন—যখন আর শোধ্‌রাবার উপায় থাকে না।

কুহু ঃ গরীবের ঘরে পরম সুখে ছিল, কিন্তু বড়লোক হ'বার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে—সুখ ও শান্তি বাইরের কোনও জিনিষে নেই—আছে মনে—তার পর প্রায়শ্চিত্ত করে—নিজের বুকের রক্তে।

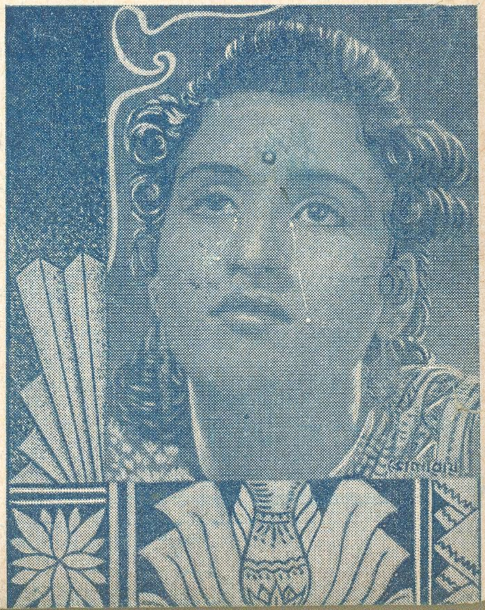

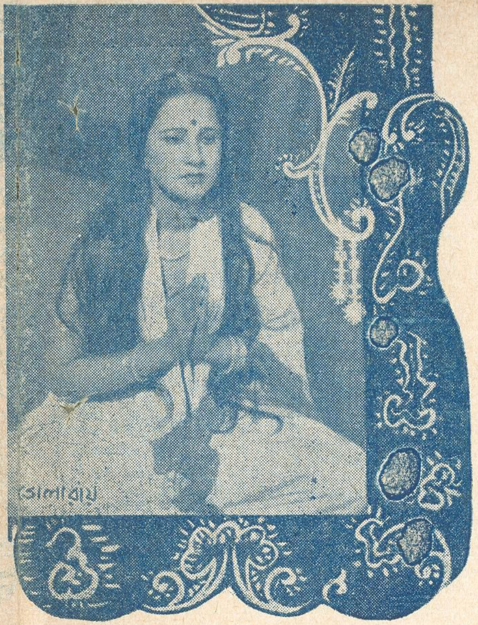

কেকা ঃ পৌরাণিক মন নিয়ে সে বুঝে-ছিল—তপস্বিনী উমার মত—শুধু ধ্যান-ধারণার সাহায্যেই সে তার উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর মতিগতি ফেরাবে। দিনরাত সে শিবপূজো করে, ডাক্তার বলেন—মঙ্গলময়কে জাগাতে হ'লে আগে নিজে জাগতে হ'বে। আগে শক্তি—শেষে শিব! কিন্তু কেকার ধারণা—দেবতা সত্য, মানুষ মিথ্যা।

সরমা ঃ শুধু হাসে আর কাঁদে—কিছু বলে না। ডাক্তারের চিকিৎসায় তার মনের খবর বেরিয়ে পড়লো! তখন ডাক্তার জানলেন—তার অভিনেতা ছেলের নষ্টামির ইতিহাস… … …। সেই ইতিহাসের ভিত্তিতেই এই অদৃষ্টের পরিহাস পূর্ণ গল্পাংশ গ'ড়ে উঠেছে।

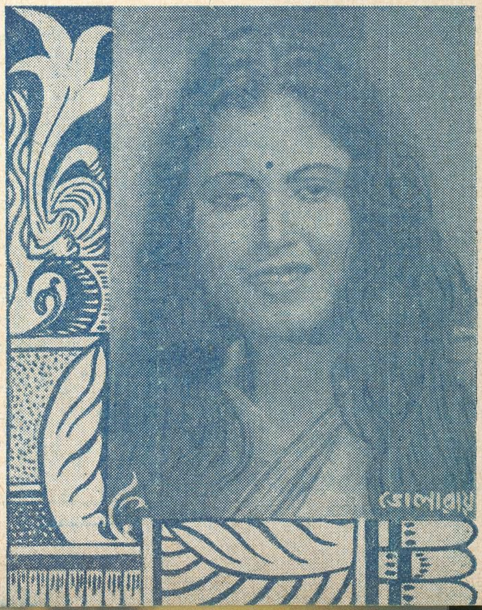

— গান —

কুহু—

আমি ঘুরে বেড়াই এই বনে বনে---
একী মাতন লাগে আমার মাতাল মনে ?
আমি কি যেন চাই—আমার কি যেন নাই
কারে খুঁজে বেড়াই যেন- -অকারণে।
ওগো সুর বিলাসী !
তুমি বাজাও বাঁশী---
আমি ছুটে আসি---কত কাঁদি হাসি,
কেন শিউরে উঠি এই নিরজনে।

কেকা—

রজত-গিরি নিভ শিবহে ! শিবহে !
ও রাঙা চরণে মনপ্রাণ নিবেদিব হে।
সৌম্য-সুদর্শন হে মন হরণ স্বামী---
এ জীবন যৌবন তোমারে দানিব আমি
যাচে তব কৃপা কণা দীনাহীনা জীবহে।
শিবহে, শিবহে, প্রাণারাম শিবহে---
তব প্রেম বিগলিত ধারা---
বিষয়-বাসনা বশে---কখনো হবো না হারা।
তোমারি ধেয়ানে এ দু'টি নয়ন মুদিব হে !

কুহু

জানি আমি জানি---
তুমি তো আমার কেহ নও, কেহ নও।
তবু কেন হায়, কাণে কাণে মিছে কথা কও ?
ওগো সুন্দর-তনু ! তব অনুরাগ
শুধু নয়নের আবেদন---
কথার ছলনে ভুলি মুখপানে চাই
মনে মনে জাগে শিহরণ !
যে পথ চেনোনা ওগো অচেনা পথিক---
সে পথের সাথী কেন হও--- ?
দিকে দিকে ভালোবাসা ছড়ানো জানি,
তবু কেঁপে কেঁপে ওঠে হৃদয় খানি !
ভয়ে ভয়ে যে হরিণী---ফিরে ফিরে চায়---
তারে ভালোবাসো যদি---দূরে সরে রও।

কেকা—

ওরে প্রাণহীন তোর আঁখি-জল —
শুধু প্রতারণা, শুধু ছল।
আলেয়ার মত সুন্দর তুই---বিজলীর
মত চঞ্চল।
অভিনেতা তোর বাহু-ডোর মোর, কণ্ঠে
নিঠুর ফাঁসি
করেছে আমারে তোর অভিসারে মরণের
অভিলাষী।
আমি সবহারা, শুধু আঁখিধারা জীবনের
সম্বল।
এ পথে যে আসে তারে বলি শোন্—
প্রেম নাই পৃথিবীতে,
সবলের কাছে দেহ-মন দান মাথানত
ভীতচিতে !
মরণের ভয়ে কেঁদে মরে তারা---
বুকে জ্বলে চিতানল।

কুহু—

আঁখি-ঘন বরষায়---
আজি ভেসে যায়, আমার যা-কিছু আছে।
কেন নাচে---কেন নাচে,
আমার মনের ময়ূরী কেন নাচে ?
আমি শুধু দিতে চাই, চাহিনা নিতে---
তোমারে বলি না সখা ! ভালবাসিতে।
থাকো দূরে, বহু দূরে—
ওগো সুমধুর দূর ! এসো না কাছে।

রেডিও—

ওগো বন্ধু ! কাণ পেতে আজ---
শোনো আমার অভিমানের গান।
আমি চাই না তোমার মুখের মধু, বুকের
ব্যবধান।
আমি মাটির মানুষ বন্ধু ! এসো আমার
পাশে
চাই না তোমার চাঁদের আলো দূরের
নীলাকাশে।
ঘরের কোণে দীপ-শিখা হোক তোমার
প্রেমের দান।
(তোমার) মনের সাড়া পাই না, মুখে
ভালবাসার ভান
মেঘের কাছে চাইনা বন্ধু ! মোর পিপাসার
বারি
এই নিরালার হও তুমি মোর শীতল
জলের ঝারি।
তোমার মাঝেই হারিয়ে গেছে, আমার
মন-প্রাণ।

নৃত্য শিক্ষক—

বিরহিণী ভাসে আঁখি-নীরে
খুঁজিয়া না পেয়ে সাথীটিরে।
চলে যায়—ফিরে চায়—
কম্পন, শিহরণ জাগে, তনু-মন ঘিরে।
গহন-কাননে একাকিনী—
চরণে বাজিছে রিণিঝিণি
শংকায় থেমে যায়, তবু সে চলে ধীরে ধীরে।

অশরীরী—

ভুলের বালুচরে- কেন আর আঁখি ঝরে ?
বিরহ ব্যথার স্বান্তনা আর পাব না এ অন্তরে।
ফিরে আসিবে না জানি, ব্যথা পাওয়া
অভিমানী
তবু ক্ষমা করে বলে যাও মোরে—
মিলিবে মরণ পরে।

নটরাজ চিত্র পরিবেশকের পক্ষ হইতে প্রচার সচিব মাথম চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত,
প্রকাশিত ও হাওড়া গ্লাসগো প্রিণ্টিং কোং লিঃ হইতে মুদ্রিত। [মূল্য দুই আনা]

কল্পরূপায়ণী লিমিটেডের

ভুলের বালুচরে

রচনা ও পরিচালনা : নাট্যকার **শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়**

সঙ্গীত পরিচালনা : **বীরেন ভট্টাচার্য্য**

চিত্রনাট্যে : গণেশ চট্টোপাধ্যায় ; শব্দযন্ত্রে : সিদ্ধি নাগ ; আলোকচিত্র-শিল্পে : পঞ্চানন চৌধুরী ; রসায়নাগারে : ধীরেন দাশগুপ্ত ; সম্পাদনায় : রবীন দাস ; শিল্প নির্দ্দেশনায় : সত্যেন রায় চৌধুরী ; নৃত্য পরিকল্পনায় : পিনাকী ; ব্যবস্থাপনায় : সুশীল চট্টোপাধ্যায় ; স্থিরচিত্রে : বিনয় গুপ্ত ; প্রচার পরিচালনায় : মাখম চট্টোপাধ্যায় ; রূপ সজ্জায় : কালিদাস দাস, শৈলেন গাঙ্গুলী ও দুলাল দাস ; ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনায় : প্রমোদ সরকার।

* সহকারীবৃন্দ *

পরিচালনায় : গণেশ চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জন গুহরাজা, গঙ্গা ঘোষাল ; আলোক-চিত্রশিল্পে : সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, শব্দ-যন্ত্রে : ধরণী রায় চৌধুরী ; সম্পাদনায় : অমিয় মুখোপাধ্যায় ; শিল্প-নির্দ্দেশনায় : গৌর পোদ্দার ; রসায়নাগারে : শম্ভু সাহা, সামান্য রায়, অমূল্য দাস, ননী চ্যাটার্জ্জি, রবীন সান্যাল ; আলোক নিয়ন্ত্রনে : মণ্টু সিং, অজিত, অনিল, স্বদেশ, রামপ্রসাদ, ব্যবস্থাপনায় : নিতাই সরকার ও রবীন দত্ত, রূপ সজ্জায় : দুর্গা ;

— প্রধান ভূমিকায় —

কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ◦ বাণীব্রত মুখোপাধ্যায় ◦ কেশব ভট্টাচার্য্য (এ্যাঃ) ◦ মিহির মুখোপাধ্যায় ◦ অজন্তা কর ◦ ছবি চট্টোপাধ্যায় ◦ ঝরণা রায় ◦ শঙ্করী মুখোপাধ্যায় ◦ মাষ্টার চন্দন ◦ কমল চট্টোপাধ্যায় ◦ পিনাকী ◦ মনিমোহন সাহিত্যাচার্য্য ◦ ধীরেন্দ্র সরকার ◦ নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ◦ সুরেন দাস ◦ নিবারণ চক্রবর্ত্তী ◦ অধীর মুখোপাধ্যায় ◦ রমা ◦ আশা ◦ রেখা ◦ রেণুকা ◦ শোভা ◦ পুতুল ◦ সুধা ◦ কমলা ও আরও অনেকে।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর. সি. এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

বাণী মন্দির : আদর্শ বালিকা কারু শিল্প সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র --
২১০ এ. উলিয়ামস লেন, কলিকাতা।

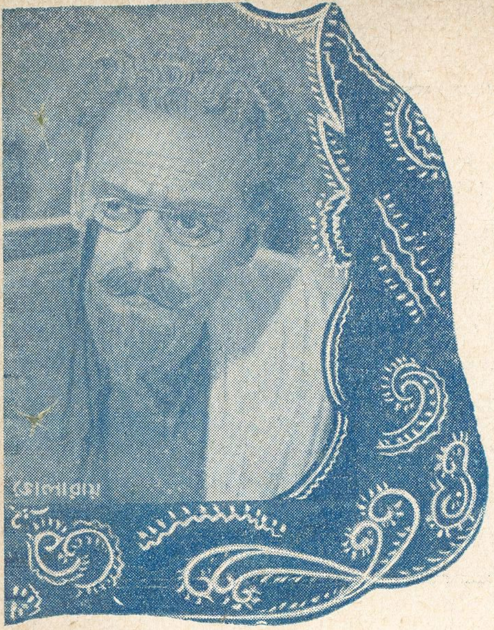

চারিত্রিক বৈশিষ্ট

ডাঃ বিরিঞ্চি : মেণ্টাল-হস্‌পিটালের ডাক্তার। বহু পাগল চিকিৎসা করেন। তাঁর অভিনেতা পুত্রটি যে কোন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে পাগল হ'য়ে গেল—তা তিনি জান্‌লেন খুব দেরীতে। তখন আর প্রতিকারের উপায় খুঁজে পেলেন না।

মদন : অভিনেতা। সাংসারিক অনভিজ্ঞতা ও যৌবনের উন্মাদনা তাকে প্রতিনিয়ত চালনা করেছে ভুল পথে। ভুলের বশবর্ত্তী হ'য়ে—সে একটি মেয়েকে খুন করতেও ইতস্তত করে নি। তারপর তার প্রায়শ্চিত্ত সুরু হয়—বাবার পাগলা-গারদে।

কল্পরূপায়ণীর
দ্বিতীয় নিবেদন –

...সম্প্রতি জেনেভায় মনস্তত্ত্ব বিশারদগণের এক সভায় স্থিরীকৃত হয়েছে – নরনারীর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্যে একটি "ওয়ার্লড ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ" প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। উন্মাদনা মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার পরিচায়ক। চিন্তাশক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হয়ে উঠে অনুসন্ধিৎসু। তখন সে দেখতে পায় – তার সামনে বদ্ধমত ও বদ্ধপথ। মূর্খ গুরু – দাম্ভিক অভিভাবক, স্বার্থপর বন্ধু ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবার – যে কি ভাবে একটি সুস্থ ও সবল মনকে অসুস্থ করে তোলেন, সে দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

মানুষ ভুল করে। সমস্ত মানসিক বিপ্লবের মূলে থাকে সেই অজানা অচেনা ভুলের বোঝা।

আমাদের নায়কের রূপ আছে – গুণ নেই। নায়িকার গুণ আছে – রূপ নেই। মনস্তাপক্লিষ্টা রূপহীনা নায়িকা আর রূপবান নায়ক কি ভাবে দুইটি জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছিল তারই একটি করুণ আলেখ্য এই

ভুলের বালুচরে

একমাত্র পরিবেশক :

নটরাজ চিত্র পরিবেশক

কল্পরূপায়ণী লিমিটেড ১৯৪৮